বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জিয়া- ইবিতে হানিফ

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চতুর্থ ঘোষক হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন জিয়াউর রহমান বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগস্ট) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আমন্ত্রণে শহিদদের স্মরণে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে এ মন্তব্য করেছেন তিনি।

বক্তব্য সূত্রে জানা যায়, জিয়াউর রহমানের পূর্বে আরো তিনজন একই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিল। শুধুমাত্র ঘোষণাপত্র পাঠের জন্য যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়, তাহলে প্রথম ঘোষনা দিয়েছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান।

তিনি প্রথম ২৬ তারিখে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীতে ২৬ তারিখ বিকেলে আওয়ামী লীগ নেতা বিল্লাল আহমেদ ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। পরদিন ২৭ মার্চ বিল্লাল আহমেদ ও কায়কোবাদ সারাদিন ঘোষণাপত্র পাঠ করতে থাকেন। পরে বিকেল পাঁচটায় জিয়াউর রহমান চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে (টিএসসিসি) বেলা সাড়ে ১১টায় এ আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেলিম তোহা।

বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর আদর্শকে লালন করতে হবে

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা তাঁতীলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের উপজেলা মোড়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালি-খোকসা) আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

এসময় তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্ট নিহত তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, বাঙ্গালী জাতির প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল অকৃত্তিম ভালোবাসা ও বিশ্বাস। কিন্তু বাঙ্গালী সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট এর পর থেকে বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর তুলনা বঙ্গবন্ধুই। তাঁর মর্যাদাকে কেউ খাটো করতে পারবে না।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর আদর্শকে লালন করতে হবে, তাঁর চারিত্রিক গুনাবলীকে ধারন ও অনুস্মরণ করতে হবে; বঙ্গবন্ধুকে শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে স্মরণ করে, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, দর্শন,ও কার্যক্রমকে অনুকরণ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্নক

সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সেলিম রেজার পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক, শহর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও কাউন্সিলর মীর রেজাউল হক বাবু, জেলা তাঁতীলীগের সাবেক আহবায়ক নজরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের জীবিত সদস্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশের অব্যাহত উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী এবং দুই সন্তানের জননী ডলি খাতুনকে গলা টিপে হত্যার ঘটনায় স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজকে (৪২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সাথে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় দন্ডপ্রাপ্ত আসামি আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে তাকে কড়া পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ মিরপুর উপজেলার শামুখিয়া

গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে।

কুষ্টিয়া জজ কোটের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মিরপুর উপজেলার পশ্চিম চুনিয়াপাড়া গ্রামে বাহারুল ইসলামের মেয়ে ডলি খাতুনের সাথে ১৪ বছর আগে পারিবারিকভাব বিয়ে হয় একই উপজেলার শামুখিয়া গ্রামের হান্নান ওরফে সন্টু কবিরাজের ছেলে আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজের।

বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডলির সাথে কামালের পারিবারিক কলহ লেগেই থাকতো। এর মধ্যেই ডলি মিরপুর থানার তালবাড়ীয়া পরিবার পরিকল্পনা অফিসে স্বাস্থ্য সহকারী পদে চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পর থেকে ডলি খাতুনের ওপর তার স্বামী কামাল নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ১৫ এপ্রিল সকালে আসাদুজ্জামান কামালের সাথে তার স্ত্রী ডলির কথা কাটাকাটি এবং ধস্তাধস্তি হয়। এর এক পর্যায়ে কামাল তার স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে।

এ ঘটনায় নিহত ডলির পিতা বাহারুল ইসলাম বাদী হয়ে একইদিনে মিরপুর থানায় ডলির স্বামী আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ, তার পিতা সন্টু কবিরাজ এবং মাতা আমেনা খাতুনকে আসামি একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গ্রেফতারের পর স্ত্রী ডলিকে গলা টিপে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন আসাদুজ্জামান কামাল কবিরাজ।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসাদুজ্জামান কামালকে অভিযুক্ত করে ২০১৯ সালে ২৬ জুন মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আবু বক্কার। পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে ১৪ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় হোমিও ডাক্তার সানাউর রহমান হত্যা মামলায় চার জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে তদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম এ রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষনার সময় দন্ডপ্রাপ্ত ৪ আসামী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের পুলিশ পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর এলাকার মজিবুর রহমানের লেছে আজিজুর ইসলাম, কুবুরহাট দোস্তপাড়ার সামাদ সর্দারের ছেলে জয়নাল সর্দার, মাদ্রাসা পাড়া এলাকার আজিজুল হক খানের ছেলে সাইফুল ইসলাম খান, দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর এলাকার আব্দুর রহমান ওরফে কালা কাজীর ছেলে সাইজুজ্জিন কাজী।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দি এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন ।

মামলার এজাহার সুত্রে জানাযায়, ২০১৬ সালের ২০ মে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া পৌরসভার মজমপুর এলাকার মৃত বজলুর রহমানের পুত্র হোমিও চিকিৎসক সানাউর রহমান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান মোটর সাইকেল যোগে সদর উপজেলার বটতৈল এলাকার শিশির মাঠের বাগান বাড়ীতে যাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে অজ্ঞাত ব্যাক্তিরা তাদের মোটর সাইকেলের গতি রোধ করে দুই জন কুপিয়ে জখম করে। এতে ঘটনাস্থলেই সানাউর রহমানের মৃত্যু হয় এবং সাইফুজ্জামান গুরুত্ব আহত হন।

এই ঘটনায় সানাউর রহমানের ভাই আনিছুর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের আসামী করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে দন্ডপ্রাপ্ত ওই চারজনকে অভিযুক্ত করে ২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিল আদালতে মামলার চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন

দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়ার মডেল থানার এসআই আজিজুর রহমান।

পরে দীর্ঘ তদন্ত শেষে স্বাক্ষ প্রমানের ভিত্তিত্বে অভিযুক্ত ওই চার আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এদিকে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্যবসায়ী রিয়াজুল ইসলামকে হত্যা দায়ে চাচা ওয়াসিম আলী ও ভাতিজা সিফাত বিশ্বাসকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) আদালতের বিচারক মো. আশরাফুল ইসলাম এ রায় দেন। একই সাথে তাদেরকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদ- দিয়েছে আদালত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অনুপ কুমার নন্দী।

কুষ্টিয়ায় বিপুল পরিমাণ মাদক সহ ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় র্যাবের বিশেষ অভিযানে মাদকের বড় চালান ১৪৪৫ বোতল ফেনসিডিল ও সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা সহ উজ্জল আলী (৩৫) নামের এক চিহ্নিত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র্যাব সুত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানের নেতৃত্বে র্যাবের একটি চৌকস অভিযানিক দল মাদকের একটি বড় চালান পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া দৌলতপুর থানাধীন কল্যানপুর এলাকায় একটি মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ১৪৪৫ বোতল ভারতীয় আমদানি নিষিদ্ধ ফেনসিডিল এবং সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা সহ চিহ্নিত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী উজ্জল আলী (৩৫) কে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী দৌলতপুর সাহাপুর এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে। একাধিক সুত্রে জানা যায়, গত ১ বছরের মধ্যে র্যাব-১২ ফেনসিডিলের এত বড় চালান গ্রেফতার করতে পারেনি এবং র্যাবের কুষ্টিয়া ক্যাম্পের এটাই ফেনসিডিলের সবচেয়ে বড় চালান ও সেরা অভিযান।

র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানের সঠিক নেতৃত্বের কারনেই বড় বড় মাদক ব্যাবসায়ী, অস্ত্র ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী, ও প্রতারক চক্ররা প্রতিনিয়ত গ্রেফতার হচ্ছে এবং র্যাবের উপর সাধারন জনগন আস্তা অর্জন করছে বলেও জানা গেছে।

পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানায় মাদক আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং উদ্ধারকৃত আলামতসহ আসামীকে দৌলতপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়ান্ড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান জানান, র্যাব প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মাদক,সন্ত্রাসী,অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অভিযান করে যাচ্ছে। অপরাধী যতবড় শক্তিশালীই হোক না কেনো তাদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

মিরপুরে সারের দাম বেশি রাখায় ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সারের দাম বেশি রাখায় এক ব্যবসায়ীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মিরপুর উপজেলার হালসা বাজারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন

মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে হালসা বাজারের মেসার্স মুন্সি ট্রেডার্স নামের একটি সার দোকানে অভিযান চালানো হয়। ইউরিয়া সার প্রতি বস্তা ১১০০ টাকা দরে কৃষকের নিকট বিক্রি না করে অন্য ব্যবসায়ীর নিকট ১২২০ টাকা দরে বিক্রয়।

এমওপি সার ৭৫০ টাকা বস্তার পরিবর্তে ১৪০০ টাকা দরে বিক্রয় করার অপরাধে মেসার্স মুন্সি ট্রেডার্স নামের একটি সার দোকান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি। অভিযানে স্যানেটারী ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ফুজি আইসক্রিমের মালিককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

বিএসটিআইয়ের (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন) কোনো অনুমোদন নেই। অথচ আইসক্রীমের মোড়কে তাদের লোগো রয়েছে। এভাবেই এসব আইসক্রীম বিপণন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কোণ এবং চকবার আইসক্রিম তৈরি করা হচ্ছে, ফুজি রোবু ড্রিংকস এর ভেতরে কোন ভিটামিন না থাকা সত্ত্বেও প্যাকেটের গায়ে লেখা হচ্ছে ২৩% ভিটামিন সি রয়েছে।

কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাসে ‘ফুজি আইসক্রীম’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কারখানায় বুধবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে এসব তথ্য পান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। পরে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করে তা আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্বৃ দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, কুষ্টিয়ায় বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কোণ এবং চকবার আইসক্রিম তৈরি করা হচ্ছে, পাশাপাশি বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়াও ফুজি রোবু ড্রিংকস এর ভেতরে কোন ভিটামিন না থাকা সত্ত্বেও প্যাকেটের গায়ে লেখা হচ্ছে ২৩% ভিটামিন সি রয়েছে।

অভিযানকালে কারখানার ভেতরে উৎপাদিত খাবারসামগ্রীর মোড়কে বিএসটিআইয়ের সিল দেখা গেছে। কিন্তু, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা এসংক্রান্ত কোনো অনুমোদনপত্র দেখাতে পারেননি।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ফুজি আইসক্রিম এর কারখানা মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৪ ধারায় ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

কুষ্টিয়ায় ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের আয়োজনে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভা

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি চৌধুরী মুর্শেদ আালম মধু বলেছেন, দেশের জন্য অসামান্য অবদান রাখা একজন মহিয়সী ব্যক্তিত্ব ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব। তার কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। ব্যক্তি জীবনে ও রাজনীতিতে বঙ্গমাতাকে স্মরণের মধ্য দিয়ে আমরা উপকৃত হতে পারি, শিক্ষা নিতে পারি।

বুধবার (১০ আগষ্ট) সকালে কুষ্টিয়ার ডা: তোফাজ্জুল হেলথ এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের ৫ম তলায় ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী,

মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব শুধু একজন সার্থক নারীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সার্থক দেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন একজন সার্থক মা, একজন সার্থক স্ত্রী।

বঙ্গমাতা থেকে বর্তমান প্রজন্মকে রাজনীতি এবং মানবিকতা শিখতে হবে বলে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পেছনে অনবদ্য অবদান রেখেছিলেন বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিনি অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা, শক্তি ও সাহস দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের অধ্যক্ষ ডা: আমিনুল হক রতনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের চেয়ারম্যান ডা: আসমা জাহান লিজা, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য হাবিবুল হক পুলক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ডিভিশন ও পরিকল্পনা পরিচালক ড. মো: নওয়াব আলী খান ও বাংলাদেশ ভারত সম্প্রীতি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বাবু নিতাই কুমার কুন্ডু প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে ডা: লিজা-ডা: রতন ম্যাটসের অধ্যক্ষ ডা: আমিনুল হক রতন বলেন, সমকালীন ইতিহাসের বিপ্লবী নেতা বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী হয়েও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব আড়ালে থাকা প্রচারবিমুখ মানুষ ছিলেন। তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। কিন্তু তিনি ছিলেন অসীম সাহস ও দৃঢ় মানসিক শক্তির মানুষ। তাকে কখনও নতজানু করা যায়নি। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকার সময় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি দুই ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন। বঙ্গমাতা এতটাই দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি দেশের জন্য যে কাজ করেছেন তা সামনে থাকা অনেক মানুষ করতে পারে না।

পরে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম

কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে খুলনা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের শেখ কামাল স্টেডিয়াম। ১৩ একর জায়গা নিয়ে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই স্টেডিয়ামটি।

এরই মধ্যে স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালে স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ শেষ হলে দীর্ঘদিনের ঝিমিয়ে পড়া কুষ্টিয়া জেলার ক্রীড়াঙ্গণ আবারো প্রাণ ফিরে পাবে।

দেশের ক্রীড়াঙ্গণে কুষ্টিয়া জেলার অসামান্য অবদান রয়েছে। এই মাঠ থেকেই উঠে এসেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন, মোহাম্মদ মিথুন, এনামুল হক, বিজয়দের মতো তারকা সব খেলোয়াড়। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও আকরাম, আশরাফুলের মতো তারকা খেলোয়াড়দের জন্ম এই কুষ্টিয়া জেলায়।

কিন্তু ভালো মানের স্টেডিয়ামসহ নানা সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে জেলার ক্রীড়াঙ্গণ যেনো অনেকটায় ঝিমিয়ে পড়েছে। তবে দেরিতে হলেও কুষ্টিয়ায় নির্মিত হচ্ছে শেখ কামাল স্টেডিয়াম। পুরনো স্টেডিয়াম ভেঙে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মানের আন্তর্জাতিক এই স্টেডিয়ামটি।

কুষ্টিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী জানান, নতুন এই স্টেডিয়ামে ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটি খেলাই যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেভাবেই নকশা তৈরি করা হয়েছে। ক্রিকেট পিচের পাশেই থাকবে পুরোপুরি একটি ফুটবল মাঠ। জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, খেলোয়াড়দের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা, আধুনিক গ্যালারি, প্রেস বক্স, সম্প্রচার পিসিআর, প্রেসিডেন্স এরিয়াসহ আন্তর্জাতিক ভ্যেনুর সকল সুযোগ-সুবিধাই থাকবে এই

স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক মানের এই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় খুশি জেলার ক্রীড়াঙ্গনের সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রাও। তারা দ্রুত এই স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান হাবিবুল বাশার সুমনের কণ্ঠেও উচ্ছ্বাসের সুর।

তিনি জানান, শেখ কামাল স্টেডিয়ামটি হবে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। আমরা এখানে বসেই আন্তর্জাতিকমানের খেলা দেখার সুযোগ পাবো। এটি কুষ্টিয়াবাসীর জন্য একটি বড় অর্জন বলে তিনি মনে করেন।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি জানিয়েছেন, বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত শেখ কামাল। তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে এই স্টেডিয়ামটি। এটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে কুষ্টিয়ার ক্রীড়াঙ্গনে এক নবদিগন্তের সূচনা হবে।

কুষ্টিয়ায় অজ্ঞাত বৃদ্ধ এবং যুবকের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধের মরদেহ এবং নিখোঁজের দুইদিন পর ভেড়ামারা থেকে রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার লোকমান হোসেনের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে কুমারখালি উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের আলাউদ্দিন নগর বাজার এলাকা এবং ভেড়ামারা হাইস্কুলের গলি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়কের কুমারখালীর আলাউদ্দিন নগর বাজারের মোক্তার হোসেনের মার্কেট এলাকায় আসেন বৃদ্ধ।
বাজারের নৈশপ্রহরীরা রাতে তাঁকে মার্কেট এলাকায় বসে থাকতে দেখেন।

পরে আজ ভোরে মারা যান তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। মৃত ওই বৃদ্ধের আনুমানিক বয়স ৬৫ বছর। তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের প্যান্ট।

সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে নৈশপ্রহরী ইমরান হোসেন বলেন, ‘গতকাল রাতে মোক্তার হোসেন মার্কেটের সামনে আসেন ওই বৃদ্ধ। তাঁর কাছে ঠিকানা জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কোনো নাম-ঠিকানা বলতে পারেননি। পরে তাঁকে একটি বোতল থেকে পানি খেতে দেখি। এরপর আজ ভোরে মারা যান ওই বৃদ্ধ।’

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে, ধারণা করা হচ্ছে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

এদিকে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মুজিবুর রহমান জানান, নিখোঁজের দুইদিন পর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার লোকমান হোসেনের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লোকমান হোসেন চৌড়হাস এলাকার বাসিন্দা। তিনি রক্সি পেইন্টের এরিয়া ম্যানেজার ছিলেন। ১ আগষ্ট ভেড়ামারা থেকে নিখোঁজ হলে ভেড়ামারা থানায় জিডি করেন তার স্ত্রী। এরপর আজ বুধবার তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।